দৈনিক ইনকিলাব

166

তারিখ ..0 .6 JUN 1987

পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ৩

২২ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

শিক্ষাঙ্গনে

প্রসঙ্গঃ প্রাইভেট টিউশনি

ইদানীং শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো নিয়ে অভিভাবকমহলে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে এবং পত্র-পত্রিকায়ও এ নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানোটা আমাদের দেশে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, এখন রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে। ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সকলেই ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছেন। প্রাইভেট পড়ানোর পক্ষে-বিপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে— কিন্তু এটা যে একটা সমস্যা তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যাঁরা শিক্ষক তাঁরা এ দেশেরই মানুষ; দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ অন্যান্যদের মত তাঁদের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে।

তাঁরা এ সমাজেরই মানুষ। "শিক্ষকতাকে মহান পেশা" হিসাবে আখ্যায়িত করলেই শিক্ষকেরা "মহৎ" হয়ে যান না; এ "মহান পেশায়" যাঁরা নিয়োজিত রয়েছেন তাঁদের কেউ ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোকের উর্ধ্বে নন।

তাছাড়া তাঁদেরকে মহান পেশায় নিয়োজিত "মহৎ ব্যক্তি" কে বলে? তাঁরা নিজেরাই যদি নিজেদেরকে মহৎ বলতে থাকেন তবে ব্যাপারটা নেহায়েত হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। আর দেশের মানুষ যে তাঁদেরকে মহৎ বলেন তা কিন্তু কার্যতঃ মনে হয় না। আসলে এটা একটা কথার কথা মাত্র। তাছাড়া এ কথাটার মধ্যেও একটা ফাঁক রয়েছে— "শিক্ষকতার পেশাটা মহান"— কিন্তু যাঁরা শিক্ষকতা করেন তাঁরা ক্ষুদ্র; অর্থাৎ ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা মহান পেশাটাকে নষ্ট করে দিল। আমাদের দেশে এ এক অদ্ভুত মানসিকতা। এ মানসিকতার কারণেই শিক্ষা সবচেয়ে অবহেলিত— আর সেই সংগে "শিক্ষকতা" ও "শিক্ষক"। শিক্ষকতায় নিয়োজিত শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা কতটুকু? বস্তুবাদী সমাজে মানুষ সে কাজেই উদ্বুদ্ধ হয় যে কাজে অর্থ ও সম্মান উভয়ই রয়েছে। কিন্তু শিক্ষকের এ দুটোর কোনটাই নেই।

অন্যান্য মহান পেশায় এ দুটোর প্রাচুর্য রয়েছে। শিক্ষকতার পেশাকে "মহান পেশা" আর শিক্ষককে মহৎ ব্যক্তি বলাটা যদিও ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু আমাদের দেশে রূঢ় পরিহাসের মতই শোনায়। শিক্ষা আছে বলেই সভ্যতা টিকে আছে— আর সভ্যতা আছে বলেই মানুষও আছে। এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাপারটা অন্য রকম কেন? আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটাই এমন যে, এখানে মনুষ্যত্ব ও মানবতা শিক্ষা দেয়া হয় না— বরং মানুষকে শৃগালের ন্যায় ধূর্ত ও সাপের মত খল বানানো হয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় আদর্শ ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে প্রবর্তন করা হয়নি। বরং আমাদের ইংরেজ প্রভুরা নিজেদের স্বার্থেই এ শিক্ষা চালু করেছিল।

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার মূল কথা ছিল— ইংরেজ শ্রেষ্ঠ জাতি, তাদের দাসত্ব কর তাহলেই বৈষয়িক উন্নতি হবে। তারা ১০০% সফল হয়েছিল নিঃসন্দেহে। ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে বটে, কিন্তু ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা আজও চালু রয়ে গেছে। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে দাস্য মনোবৃত্তি, হীনমন্যতাবোধ ও বস্তুবাদীতা সৃষ্টি করেছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে। এতে আমরা আমাদের স্বকীয়তা হারাতে বসেছি। আর আমাদের প্রগতির পথে এটি বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে রয়েছে।

এ দেশে যাঁরা স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন তাঁরাও বস্তুবাদী পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেছেন। "বস্তুই পরমার্থ" এ কথায় তাঁদেরকে শেখান হয়েছে এবং ঐ শিক্ষা নিয়েই তাঁরা শিক্ষকতায় প্রবেশ করেছেন। শিক্ষকতার জীবনে উন্নতির সম্ভাবনা এত কম থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি শিক্ষকতা করছেন?

জিজ্ঞেস করলে অনেকেই বলবেন যে, অন্য কোন চাকরি না পেয়েই তাঁরা শিক্ষকতায় ঢুকেছেন— আবার সুযোগ সুবিধা পেলেই অন্য কোন চাকরি নিয়ে চলে যাবেন। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। যে দেশে এখনো শিক্ষকতা কোন আকর্ষণীয় পেশা নয় যাঁরা এ পেশায় ঢুকেছেন তাঁরা অন্যত্র ব্যর্থ বা অযোগ্য প্রমাণিত হবার পরই ঢুকেছেন এবং সম্ভবতঃ শিক্ষকেরা নিজেরাও তাঁদের পেশাকে সম্মানজনক মনে করেন না। এর ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। কিন্তু তা অত্যন্ত নগন্য। তাই কোন শিক্ষকই শখ করে নয় বরং বাধ্য হয়েই প্রাইভেট পড়ান। আর তাঁর কাছে যারা পড়তে আসে তারাও শখ করে নয় বরং স্কুলে ঠিকমত পড়াশোনা হয় না বলেই বাধ্য হয়ে প্রাইভেট পড়তে আসে। স্কুলে ঠিক মত পড়া হয় না কেন? শহরের স্কুলগুলোতে এত ভিড় কেন? গ্রামের স্কুলগুলোতে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই অভাব কেন? এসব প্রশ্নের সদুত্তর প্রয়োজন। শিক্ষাঙ্গনে বর্তমানে যে দুরবস্থা দেখা যাচ্ছে তা হঠাৎ করে শুরু হয়নি। কয়েক যুগের অবহেলার ফল এখন প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

এসব বিষয়গুলোকে গভীরভাবে বিবেচনায় এনে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে না পারলে শিক্ষকতা পেশার সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত তথা শিক্ষার পরিবেশে কখনোই উন্নত হবে না।

—ডাঃ আহমেদ আলী খান